মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কে গাছ ফেলে আবারও গণডাকাতি

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপুর নামক স্থানে সড়কে গাছ ফেলে পরিবহন,ট্রাকসহ বেশ কয়েকটি যানবাহনে গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

ডাকাত দলের হামলায় ট্রাকচালক মুজাহিদুল ইসলাম (২৮) ও হেল্পার হাসান আলী (২৫) গুরুতর জখম হয়। ওই সময় ঢাকা, থেকে ছেড়ে আসা শ্যামলী পরিবহন, মালবাহী তিনটি ট্রাক, মাইক্রোবাস, আলগামন (শ্যালো ইঞ্জিন চালিত গাড়ি) সহ রোগীবাহী এ্যম্বুলেন্সও ডাকাত দল হানা দেয়।

আজ শনিবার (২ নভেম্বর) ভোর সাড়ে তিনটার সময় ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় শ্যামলী পরিবহন, তিনটা ট্রাক, একটি মাইক্রোবাস সহ আলগামনের যাত্রী ও চালকদের কাছ থেকে প্রায় লক্ষাধিক নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায় ডাকাত দলের সদস্যরা।

পাথরবাহী ট্রাকের হেল্পার হাসান আলী জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকা থেকে পাথরবাহী ট্রাক সন্ধ্যায় বামন্দীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে। যার রেজিঃ নম্বর পাবনা ড ১১ ১০৪৯। ট্রাকটি রাত সোয়া তিনটার দিকে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের আকুপপুর চেকপোস্ট এলাকা ছেড়ে ১ থেকে দেড় কিলোমিটার সামনে পৌছুলে আগে থেকেই ওঁত পেতে থাকা ডাকাত দলের সদস্যরা সড়কের ওপরে দুটি গাছ ফেলে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। এ সময় একটি ট্রাক ডাকাতের কবল থেকে বাঁচতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। সড়কের গাড়ি থামিয়ে গণডাকাতি শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে ট্রাক থেকে নেমে পালানোর চেষ্টা করলে ডাকাত দলের সদস্যরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে হেল্পারের বাম হাতে ও চালকের ডান হাতে কোপ দিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। ডাকাতরা ঘন্টা ব্যাপী পরিবহনের যাত্রী ও গাড়ির স্টাফদের কাছ থেকে নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। ডাকাতির সময় যাত্রীরা পুলিশের সহায়তা চেয়ে ৯৯৯ নম্বরে কল করলে আধাঘন্টা পর পুলিশের একটি টিম ঘটনারস্থলে পৌঁছানোর আগেই ডাকাত দলের সদস্যরা ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। একই কথা জানিয়েছেন ট্রাক ডাইভার আলালউদ্দিন।

যাত্রীদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আহত অবস্থায় ট্রাকের চালক

হেলপারকে উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, ডাকাতির ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। ডাকাত দলের সদস্যদের আটকের জন্য পুলিশের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ডাকাত দলের সদস্যদের চিহ্নিত করে আটক করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩ অক্টোবর দিবাগত রাতেমধ্য রাতে আকুবপুর পুলিশ চেকপোস্ট এলাকায় রাস্তায় গাছ ফেলে একই কায়দায় গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। স্থানীয়রা পুলিশের তৎতপরতা চেয়ে জেলা ও উপজেলা আইনশৃঙ্খলা সভায় বারবার বিষয়টি উত্থাপন করলেও পুলিশ তেমন কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় আবারও ডাকাতির ঘটনা ঘটলো। মেহেরপুর জেলা জুড়ে চলছে ডাকাতি আতংক। সন্ধা হলেই মানুষ রাস্তায় চলাচল করতে ভয় পাচ্ছেন।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে ঘন্টাব্যাপি গণডাকাতি, ছুরিকাঘাতে চালক গুরুতর আহত

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপুর নামক স্থানে গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় ডাকাতদের ছুরিকাঘাতে একজন চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। মারপিট করা হয়েছে চালকের সহকারিকেও।

আজ শুক্রবার (৪ অক্টোবর) রাত ৩ টার দিকে গাংনী উপজেলার আকুবপুর নামক স্থানে ঘন্টাব্যাপি এই গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

ডাকাতরা গাড়ির গতিরোধ করে একটি দুরপাল্লার নৈশকোচসহ, এ্যাম্বুলেন্স, মাইক্রোবাস, আলগামন, নছিমনসহ অন্তত ৬/৭ টি ছোট বড় যানবাহন থেকে ডাকাতি করে নিয়ে যায়।

শ্যামলী পরিবহনের যাত্রী মেহেরপুর শহরের আব্দুল আলীম ও নছিমন

চালক সরাফত আলী বলেন, ২০/২৫ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে কয়েকটি আলগামন ও মাইক্রোবাস আটকিয়ে ডাকাতি শুরু করে। পরে শ্যামলী পরিবহনের বাসসহ অন্যান্য যানবাহনগুলি আটকিয়ে ডাকাতি শুরু করে। শ্যামলী পরিবহনের ভিতরে ডাকাতদের প্রবেশে বাধা দিলে তারা জোর করে উঠে প্রথমে চালকের মুখের উপর ছুরিকাঘাত করে। চালক মুস্তাফিজুর রহমান স্বপন মারাত্বক আহত হন। পরে চালকের সহকারি বাচাতে এলে তাকেও বেদম প্রহার করে ডাকাতরা। এসময় পরিবহণের যাত্রীসহ অন্যান্য যানবাহনের লোকজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি শুরু করে। অন্তত ৩০/৪০ জনের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা, মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। পরে শ্যামলী পরিবহনের চালক মোস্তাফিজুর রহমান স্বপনকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

চালক স্বপনের ভাই হাফিজুল ইসলাম বলেন, স্বপনের মুখ ও নাক বরাবর ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা খারাপ। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছায়। আসামিদের আটক করতে পুলিশ ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন।

একদিকে চলছে নির্মাণ, অন্যদিকে ১০ মিনিটের বৃষ্টিতে ভাঙছে রাস্তা

৬৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের মাত্র ১০ মিনিটের বৃষ্টিতেই চেংগাড়া থেকে চোখতোলা পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার অন্তত ১৫ টি স্পটে ভেঙ্গে গেছে।



ফলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স জহিরুল লিমিটেডের লোকজন তড়িঘড়ি করে গোজামিল দিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া স্পর্টগুলো মাটি ভরাট করেছে।

তবে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান, সড়কের কাজ চলমান। যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেনো নির্দিষ্ট সময়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেওয়া হবে। শিডিউল মেনেই সড়ক নির্মাণ করা চলছে।

নিমার্ণাধীন এ সড়কটি শুরু থেকেই নানা অনিয়ম ও নিম্নমাণের বালু ও খোয়াসহ অন্যান্য উপকরণ ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছিলেন স্থানীয়রা। তার প্রমাণ গতকালের এই ১০ মিনিটের বৃষ্টিতেই পিচ ঢালাই রাস্তাটির দুইপাশ দিয়ে ভাঙতে শুরু করেছে।

সরেজমিন দেখা গেছে, এজিং ভেঙে হুমকির মুখে পড়েছে নির্মাণাধীন দেড় কিলোমিটার সড়ক। এতে করে নষ্ট হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ। সড়কের বিভিন্ন অংশের এজিং ভেঙে পাশের জমিতে চলে গেছে। ফাটল দেখা দিয়েছে সড়কের বিভিন্ন স্থানে। সামান্য বৃষ্টিতেই কোনও কোনও স্থানে কার্পেটিং উঠে এজিং ভেঙে গেছে। কাজে নিম্ন মানের ইট, খোয়া, পাথর, বালু ব্যবহার করার কারণে সড়কের কয়েকটি কয়েকটি স্থানে উঁচু নিচু হয়ে দেবে গেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

এছাড়াও পাকা সড়কের দুই পাশে কমপক্ষে ৩ ফুট মাটি থাকার কথা। অথচ অধিকাংশ সড়কেই এই নিয়ম মানা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা নুরুল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি একটি ট্রাক রাস্তার পাশে দাঁড়াতের রাস্তা বসে গিয়ে ট্রাকটি রাস্তার পার্শবর্তি খাদে উল্টে যায়।

তিনি বলেন, সড়কটি একদিকে নির্মাণ চলছে। আবার অপর দিক থেকে ভেঙ্গেও যাচ্ছে। মুলত নিম্নমানের কাজের কারনেই ভেঙ্গে গেছে বলে অভিমত দেন এই ব্যক্তি।

স্থানীয় আরেক বাসিন্দা রাকিবুল ইসলাম বলেন, নির্মাণ করছে সড়ক অথচ

এখনই ভেঙ্গে গেছে। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। কর্তৃপক্ষের উচিত ঠিকাদারের কাজের মান যাছাই করা। এভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করা ঠিক নয়।

নিয়ম অনুযায়ী এলাকার বাইরে থেকে মাটি এনে রাস্তার দুই পাশ ভরাট করার শর্ত থাকলেও তা অগ্রাহ্য হয়েছে সেটি। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন রাস্তার পাশে সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানা জমি থেকে মাটি কেটে রাস্তার পাশে মাটি ভরাট করেছে। একটু ভারী বৃষ্টি হলেই রাস্তার পাশে দেওয়া ওই মাটি ধসে রাস্তা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

সড়কটিতে রয়েছে কয়েকটি কালভার্ট। কালভার্ট নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে নিম্নমানের ইট, খোয়া আর ঢাকার লোকাল পূর্বাচল রড। স্থানীয়রা এ বিষয়টিতে বাধা দিলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হুমকিতে মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন তারা। ফলে নবনির্মিত এসব কালভার্ট জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে বলে অভিযোগ করছেন এ সড়কে চলাচলকারীরা।
এদিকে গাংনীর আখ সেন্টার এলাকা থেকে বাঁশবাড়িয়া পর্যন্ত প্রায় পৌণে চার কিলোমিটার রাস্তা ফোর লেনের আওতায় রয়েছে। রাস্তা ফোর লেন হলেও গাংনী ও বাঁশবাড়িয়ার মাঝখানে ঝিনিরপুলটি একেবারেই সরু অবস্থায় রয়েছে। যেখানে বড় ধরণের দুর্ঘটনার আশংকা করছেন এলাকার মানুষ। এছাড়া আলমদিনা মাদ্রাসার সামনের কালভার্টটি মাঝখানে আগের অবস্থানে রেখেই দুই পাশে প্রস্ততকরণ করা হয়েছে। কালভার্টটির মাঝখানের সেই মান্ধাতা আমলে নির্মিত অবস্থায়ই রাখা হয়েছে।

এদিকে গাংনী বিদ্যুত উপকেন্দ্রের কাছে ও চেংগাড়া বাজারের কাছের দুটি কালভার্ট ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণ করা হয়নি। শত বছরের এসব কালভার্টগুলোতে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছেন স্থানীয়রা। এছাড়া চোখতোলার অদুরে নির্মিত একটি কালভার্ট, জোড়পুকুরিয়া—তেরাইলের মাঝখানের একটি কালভার্ট, অলিনগরের মাঠের মাঝখানের একটি কালভার্ট, বাওট ভূটি দোকানের অদুরে নির্মিত কালভার্ট, শুকুরকান্দি—বাওটের মাঝখানের কালভার্টগুলো প্রসস্তকরণ করা হলেও রাস্তার উপরে রয়েছে কালভার্টের দু পাশের রেলিং।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মেহেরপুর—কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রশস্তকরণসহ সংস্কার প্রকল্পের আওতায় ২৯ কিলোমিটার তিন ভাগে ২৭০ কোটি ৫৪ লাখ টাকার কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে গাংনীর তেরাইল



ডিগ্রি কলেজ থেকে খলিশাকুন্ডি ব্রিজের পূর্বপাশ পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার একটি প্যাকেজ। এই প্যাকেজটি বাস্তবায়ন করছে ঢাকার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এমএম বিল্ডার্স ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ও মেসার্স রিমি নির্মাণ সংস্থা। এ প্যাকেজটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯০ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বামন্দী বাজারের অদূরে অস্থায়ী কার্যালয় ও ফিল্ড স্থাপন করেছে।

সেখানে প্রকাশ্যে নিম্নমানের ইট ভেঙে বানানো হয়েছে খোয়া। এই খোয়া ও নিম্নমানের বালু দিয়েই সম্প্রসারিত অংশের ডব্লিউবিএম সম্পন্ন হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান রাতদিন সমানভাবে ও সঠিকভাবে কমপেকশন করা হয়নি মর্মে এলাকার লোকজন বারবার বলার পরেও তাতে কর্ণপাত করেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। কাজের পাশে সড়ক ও জনপথ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের অভিযোগ, সঠিকভাবে কমপেকশন না হলে ও নিম্নমানের দ্রব্য ব্যবহার হলে রাস্তার স্থায়িত্ব কমে যাবে।

এদিকে, মেহেরপুর থেকে তেরাইল বঙ্গবন্ধু ডিগ্রী কলেজ পর্যন্ত রাস্তার ঠিকাদার মেসার্স জহিরুল লি:। অভিযোগ উঠেছে, রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে কালো পাথর দেওয়ার ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে সাদা পাথর। ডাব্লু বিএম ১ নং ইটের খোয়া ব্যবহার করা কথা সেখানে করা হয়েছে আমা ইটের খোয়া। এছাড়া বালি ও পাথরের সংমিশ্রন এক এক দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে দেওয়া হয়েছে পাথর ও বালি এক চার বলে অভিযোগ উঠেছে। নির্মাণ কাজে বাংলাদেশী পিচ ব্যবহারের স্থানে করা হয়েছে ইরানি পিচ।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলায় চলমান সবচেয়ে বড় প্রকল্প এটি। অভিযোগ উঠেছে, কাজ হচ্ছে যাচ্ছেতাইভাবে। নিম্নমানের ইট, বালুর ব্যবহার হচ্ছে প্রকল্পের কাজ দেখভালে যান না দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীরা। এতে স্থানীয় সচেতন অনেকেই কাজ দেখে ক্ষোভে ফুঁসছেন।

এ বিষয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা বলেন, ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে এখনও কাজ বুঝিয়ে দেয়নি। তবে ঠিকাদার রাস্তার পাশে পর্যাপ্ত মাটি না দেওয়ায় দুইপাশ ভেঙে গেছে।

তিনি আরও জানান, রাস্তা হ্যান্ডওভারের তিন বছর পর্যন্ত রাস্তার সব দায়ভার ঠিকাদারের। তারা রাস্তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে নির্মাণ কাজে ধীরগতি

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাঁশবাড়িয়া থেকে জোড়পুকুরিয়া পর্যন্ত এখন মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলীর তদারকিতে চরম গাফিলতির কারনে রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। ফলে জনদূর্ভোগ এখন চরম মাত্রায় পৌছেছে।

রাস্তা নির্মাণ কাজে প্রায় ছয় মাস পানি ব্যবহার না করার কারনে গাংনী উপজেলা শহর এখন ধুলোর শহরে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার জহিরুল ইসলাম ও মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে জানানোর পরেও কোনো ব্যবস্থা নেননি। এদিকে সামনে ঈদকে কেন্দ্র করে রাস্তাটিতে যাতায়াত বেড়েছে বহুগুণ।

জানা গেছে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারি প্রকৌশলীর গাফলতিতে ঠিকাদার রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করছেন।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রশস্থকরণ ও সংস্কার কাজ চলছে নানা অনিয়ম, নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ও ধীরগতিতে।
দীর্ঘদিন রাস্তাটি ফেলে রাখার ফলে রাস্তার উভয় পাশের বালি এখন ধুলোতে পরিণত হয়েছে।

রাস্তাটির গাংনী অংশের গাঁড়াডোব থেকে তেরাইল পর্যন্ত রাস্তার মাঝে মাঝে উপড়ে ফেলায় জনদুর্ভোগ আরো বেড়েছে। অনেক আগে পাথর-

বিটুমিনের আস্তরণ দেওয়া শুরু করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তা শুরু করেনি ঠিকাদার। দীর্ঘদিনের জরাজীর্ণ সড়কটি অযাচিত খোড়াখুড়ি করে রেখে দেওয়ায় পথচারিদের পেতে হচ্ছে দিগুন দুর্ভোগ।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) তত্ত্ববধানে মেহেরপুরের মের্সাস জহিরুল লিমিটেড এ সড়কের তিনটি প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে গাংনী উপজেলার তেরাইল কলেজ পর্যন্ত এ তিনটি প্যাকেজের কাজ পেয়েছেন জহিরুল লিমিটেড নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জরাজীর্ণ গাঁড়াডোব, বাশবাড়ীয়া গাংনী পৌর শহর, মালশাদহ, চেংগাড়া, চোখতোলা, জোড়পুকুরিয়া ও তেরাইল। মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারি প্রকৌশলী শাহীন মিয়াকে ফোন করে পাওয়া যায়নি।

সামনে ঈদকে কেন্দ্র করে ঘরমুখো মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে সবচেয়ে বেশি জরাজীর্ণ অংশের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফলতি তা হচ্ছেনা।

মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে কুষ্টিয়া ত্রিমোহনী পর্যন্ত চলমান এ সংস্কার কাজের মেহেরপুর জেলার অংশ প্রায় ৩০ কিলোমিটার। যার মধ্যে তিনটি প্যাকেজের কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে গত বছরে। কাজের গুণগত মান অত্যন্ত নিম্নমানের বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জানা গেছে, গাঁড়াডোব থেকে বাঁশবাড়ীয়া পর্যন্ত অংশের কিছু কিছু স্থানে কাজের প্রথমে বিদ্যমান কার্পেটিং তুলে ফেলা হয়। সেখানে বেজ টাইপ ওয়ান হিসেবে পাথর আর বালুর মিশ্রণ দিয়ে রুলার করার কথা থাকলেও পুরোদমে তা শুরু হয়নি। ফলে বেজ কোর্সের কাজ হিসেবে বিটুমিন ও পাথর দেওয়াও হচ্ছেনা।

এদিকে রাস্তা সংস্কার কাজ দ্রুতগতিতে না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে পথচারীদের ও জানবাহনের চালকদের মাঝে। ছোট বড় কয়েকটি যানবাহন চালক এ প্রসঙ্গে বলেন, সড়কটি এখন মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। যানবাহন চালাতে গিয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে খানা খন্দে ভরা ছিলো তারউপর এখন রাস্তাটি উপড়ে ফেলা হয়েছে। যে কারনে সড়কটিতে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। ঝরছে প্রাণ আর পঙ্গি হচ্ছে অনেকেই।

মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে আলমপুর ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার এলাকা ফোরলেনে উত্তীর্ণ হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিদ্যমান প্রকল্পে কলেজ মোড় থেকে গাংনীর দিকে প্রায় এক কিলোমিটার ফোরলেন ছিল। এছাড়াও গাংনী শহরে প্রায় চার কিলোমিটার এবং বামন্দী বাজারে প্রায় এক কিলোমিটার ফোরলেন রয়েছে। পরবর্তীতে জনপ্রশাসনমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সদর উপজেলার পুরো অংশ ফোরলেনের অনুমোদন হয়েছে বলে জানা গেছে।